সিডনীতে বড়দিন উৎসব

লরেন্স ব্যারেল

বিশ্বের সর্ব বৃহত ও জনপ্রিয় জন্মোৎসব যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন, 'বড়দিন' বা ক্রিস্টমাস। তাই বড়দিন এখন ধর্মীয় গন্ডি পেরিয়ে পরিনত হয়েছে এক সার্বজনীন আনন্দ উৎসবে। বড়দিনের আগমনে পাশ্চাত্ব্য দেশগুলোতে মাসব্যাপী চলে সাজসজ্জা কেনাকাটা সহ উৎসব প্রস্তুতি। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের সকল উৎসব বা পার্বন উদ্‌যাপন করার চেষ্টা করেন দেশীয় কায়দায়। বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মেরা।

সারা পৃথিবীতে যখন কনকনে ঠান্ডা, বরফাচ্ছাদিত পথঘাট, ক্যাঙ্গারুর দেশ অস্ট্রেলিয়ায় তখন তপ্ত গ্রীষ্মকাল। ফলে সিডনীতে বড়দিন উদযাপনের ধরনও ভিন্ন। অনেক বিধি নিষিধের কারণে তরুনতরুনীরা দলবেঁধে রাত্রিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেচে নেচে কীর্ত্তন করার সুযোগ নেই এখানে। চুন দিয়ে বাড়ির উঠোনে আল্পনা করা না হলেও রঙিন আলোরবাতি, ক্রিস্টমাস ট্রি আর সান্তা ক্লসের ব্যাপক উপস্থিতিতে রাস্তাঘাট, শপিংমল, বাসগৃহে নামে আলোর বন্যা। উৎসব মুখরতায় ছেয়ে যায় গোটা দেশ। সিডনীতে বসবাসকারী বাংলাদেশী খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা প্রতি ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের সেই আনন্দধারাকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেয়ায় সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ফেলোশীপ অব অস্ট্রেলিয়া সিডনীস্থ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠন। সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবেও অনেকে বিবেচনা করেন। ডঃ রোনাল্ড পাত্র সহ কয়েকজন একনিষ্ঠ ও সুদক্ষ সংগঠকের পরিচালনায় সুদীর্ঘ ষোল বছর ধর্মীয় কার্যকালাপের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। যার বর্তমান সভাপতি এডওয়ার্ড অশোক অধিকারী ও সম্পাদক ন্যান্সী লীনা ব্যারেল। বড়দিন উদ্‌যাপন সংগঠনের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। এবারও ব্যাপক আয়োজন ও আড়ম্বরতার মাঝ দিয়ে বড়দিন উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সকল সদস্য সহ সিডনীর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও কমিউনিটি পত্রিকা, ওয়েব সাইট, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রকডেল ইউনাইটিং চার্চ হল ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ। চমৎকার হল ও মঞ্চসজ্জা যেন দেশীয় সংস্কৃতি ও বড়দিনের আমেজকে তুলে ধরেছে। সম্পাদক ও সভাপতির শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় প্রদানের মাঝদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় । মানিক বাড়ৈ এর পরিচালনায় বড়দিনের গান, নাচ ও প্রার্থনার পর পরিবেশন করা হয় রকমারী দেশীয় দুপুরের খাবার ও পিঠা। পরে সংগঠনের সকল শিশু ও সদস্যদের দ্বারা পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর আত্মার স্মরণে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় একটি দেশের গান। লিন্ডা পাত্র'র তত্ত্বাবধান ও ইভা সরকার, জেসমিন কর্মকার, ক্রিস্টিনা পাত্র, ইন্দিরা বাড়ৈ এর সহযোগীতায় উপস্থিত শিশুদের মাঝে সান্তাক্লসের উপহার বিতরণ পর্ব ছিলো বিশেষ আকর্ষনীয়।

অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি ও নৃত্যে অংশগ্রহন করেন - এ্যারোন গাইন, জ্যোতি, রূপান্তর, রিয়া, তরঙ্গ, ধ্রুব, অমিয়া, জল, এ্যারোন, সৃষ্টি, তৃষা, দিব্য, অর্চি, ঋষিতা, জোয়ান্না, ঈশিকা, সোনিয়া, অনন্যা, অভ্র, বন্যা, শম্পা, জেসিকা, নিপা, নোয়েল, জেনিফার, এডওয়ার্ড অশোক অধিকারী, স্টিফেন পান্ডে, দীপা সরকার, রথীন্দ্রনাথ ঢালী, এ্যাঞ্জেলা ঢালী, অনুশ্রী পান্ডে, প্রিয়াঙ্কা সরকার, রীমা গমেজ, শিল্পী গমেজ, তুলি ফলিয়া, জুলিয়েট বিশ্বাস, অপু গমেজ, লরেন্স রঞ্জু সরকার, লরেন্স ব্যারেল। এছাড়াও অতিথি শিল্পী ছিলেন পিয়াসা বড়ুয়া। বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ কলেবরে সংগঠনের মুখপত্র 'জল' প্রকাশিত হয়। দর্শকদের অংশগ্রহনে বিনোদন ও র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে আনন্দঘন একটি দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বড়দিন উৎসবের আহ্বায়ক ছিলেন রোনাল্ড পাত্র। বড়দিনের এ উৎসব যেন পরিণিত হয়েছে সিডনীর সার্বজনীন মিলন মেলায়। মানুষের মাঝে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব যে অমোঘ দ্রষ্টা হয়ে প্রভু যীশু এসেছিলেন এ পৃথিবীতে, যেন তাঁর সে নিরোপিত পথেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ফেলোশীপ অব অস্ট্রেলিয়া